চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২৮ আগস্ট'২০২১খ্রি.

ফিরিঙ্গি বাজারে উপহার সামগ্রী বিতরণকালে নওফেল
ইতিহাসের স্মারক সার্কিট হউজে
ব্যক্তির নামে জাদুঘর নয়
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশীরা গণ দুশমন : মেয়র

শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এমপি বলেছেন, চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ ইতিহাস-ঐতিহ্যের হীরক খণ্ড। এই ভবনের রীতির স্থাপত্য নন্দিত শৈল্পিকতায় ইতিহাস কথা কয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এখানে হানাদার বাহিনীর টর্চার সেলে শহীদ হয়েছেন অনেক কৃতি বাঙালি। হানাদার মুক্ত চট্টগ্রামে এই সার্কিট হাউজে বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর রফিকুল ইসলাম সহযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছেন। অনেকগুলো ঐতিহাসিক ঘটনার ¯^ীক্ষী এই সার্কিট হাউজে একজন জিয়াউর রহমান নিহত হয়েছেন বলে তার নামে জাদুঘর হলেও এটা গোডাউন ও ইতিহাস বিকৃতির ঠিকানা। ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ¯^ার্থেই এই নামে জাদুঘর হতে পারে না। আজ শনিবার সকালে নগরীর ফিরিঙ্গী বাজার ওয়ার্ডে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এম. জহিরুল আলম দোভাষের বাসভবনে তাঁর সহায়তায় অসহায় পরিবারের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।
মন্ত্রী চসিক মেয়রকে উদ্দেশ্য করে বলেন, সার্কিট হাউজের সামনে খোলা প্রাঙ্গণে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলার সূচনা হয়েছিলো। বিএনপি সরকার এখানে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে শিশু পার্ক তৈরী করে সার্কিট হাউজের নান্দনিক রূপ হানি করেছে। তাই এই পার্ক সরিয়ে ফেলতে আমি সংসদ সদস্য হিসেবে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছি। তিনি এ ব্যাপারে মেয়রকে উদ্যোগী হবার অনুরোধ জানান।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী সার্কিট হাউজের নান্দনিক সৌন্দর্য রক্ষায় শিশু পার্কটি সরিয়ে ফেলা উচিত এবং বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন বলে মন্তব্য করে বলেন, ৭৫ পরবর্তী সময়ে ইতিহাস বিকৃতির যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সার্কিট হাউজের সামনে পার্ক নির্মাণ তারই একটি অংশ। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে নগরীর সৌন্দর্য বর্দ্ধনে উদ্যোগী। তিনি আরো বলেন, ১৫ আগস্ট ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা নয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেও হত্যার সামিল। কিন্তু ঘাতকদের সেই ¯^প্ন পূরণ হয়নি তারা গণ দুশমন।
ফিরিঙ্গী বাজার ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ¯^পন কুমার মজুমদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হোসেন বাচ্চুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও চউক চেয়ারম্যাম এম.জহিরুল আলম দোভাষ, ২২ মহল্লা কমিটির সভাপতি ইউসুফ সর্দ্দার, মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিক আদনান, ক্রীড়া সম্পাদক দিদারুল আলম চৌধুরী ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর লুৎফুন্নেছা দোভাষ বেবী।

বন্দরে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় মেয়র
বেগম খালেদা জিয়া মিথ্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়া অকৃতজ্ঞ এবং দুরাচারী। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর মেহমান হিসেবে থাকাকালে তার ¯^ামী মেজর জিয়ার আহŸানে সাড়া না দেয়ায় স্বাধীন বংলাদেশে জিয়া তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চাননি। বঙ্গবন্ধু বেগম জিয়াকে নিজের কন্যাতুল্য বলে উল্লেখ করে তাকে গ্রহণ করার জন্য মেজর জিয়াকে আদেশ দিলে তিনি বাধ্য হন বেগম জিয়াকে গ্রহণ করতে। তিনি প্রশ্ন করেন, বেগম জিয়া এই সত্য কীভাবে ভুলে গেলেন? ভুলে গেছেন বলেই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে পুত্র তারেক ও যুদ্ধাপরাধীদের সহযোগে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বারবার হত্যা অপচেষ্টা চালানো। আজ শনিবার সকালে বন্দর থানা জাতীয় শোক দিবস পালন কমিটির উদ্যোগে পোর্ট কলোনীস্থ মোহাম্মদীয়া দাখিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।
তিনি আরো বলেন, বেগম জিয়া প্রকৃত মানুষ কি-না সন্দেহ আছে। কারণ কোন মানুষের ৬টা জন্মদিন হয় না। তিনি ৯১ সালে ক্ষমতায় গিয়ে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত দিবসকে খাটো করতে হঠাৎ করে কেক কেটে নিজের জন্মবার্ষিকী পালন করা শুরু করেন। ইতিহাস কখনো মিথ্যা, প্রতারক, প্রবঞ্চক ও ব্যাভিচারীকে ক্ষমা করে না। ভূয়া জন্মদিন পালনের দায়ে বেগম জিয়া অবশ্যই ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন।
তিনি বলেন, মেজর জিয়া আসলেই মুক্তিযোদ্ধা কি-না সে প্রশ্নও উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে ¯^াধীনতা যুদ্ধ শুরুর আগেই সোয়াত জাহান থেকে পাকিস্তানী অস্ত্র খালাস করতে গিয়ে ছিলেন। তারপর পটিয়া থেকে তাকে ধরে এনে বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে ¯^াধীনতার ঘোষণা পাঠ করানো হয়। সেখানেও অনেক নাটক করেন তিনি। ¯^াধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু তাকে সেনা বাহিনীর উপ-প্রধান করেন। কিন্তু তিনি চেয়ে ছিলেন প্রধান হতে। তাই নাখোশ জিয়া তলে তলে ষড়যন্ত্রের জাল বুনেন। বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের সাথে আগে থেকেই জিয়ার সখ্যতা ছিলো। তাই বঙ্গবন্ধু হত্যার পর জিয়া ঘাতকদের রক্ষায় ইনডেমেনিটি বিল পাশ করেছিলেন। এতেই প্রমাণিত হয়, তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যাঅ মূখ্য সুবিধাভোগী। তার মরণোত্তর বিচার হওয়া প্রয়োজন। একই ভাবে গ্রেনেড হামলার প্রধান কুশীলব তারেক জিয়ার ক্যাপিটাল পানিস্টমেন্ট ও বেগম জিয়ারও বিচার হওয়া উচিত।
যুবলীগ নেতা দেবাশীষ পাল দেবুর সভাপতিত্বে ও বন্দর সিবিএ সাধারণ সম্পাদক নেয়াবুল ইসলাম ফটিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন-মহানগর শ্রমিক লীগ সভাপতি বখতেয়ার উদ্দিন খান, প্যানেল মেয়র আফরোজা কালাম, কাউন্সিলর আবদুল মান্নান। এতে আরো বক্তব্য রাখেন মোকাররম হোসেন মুকুল, জাকের আহমদ খোকন, আনিসুর রহমান লিটু, সাজ্জাদ হোসেন চৌধুরী পাভেল প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩